BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (5th VOLUME)

NET RELEASE : WWW.BANGLAINTERNET.COM

PART : OSIAT

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

كِتَابُ الْوَصَايَا

অধ্যায় ঃ অসীয়াত

١٧٠٦. بَابُ الْوَصَايَا وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ اِلٰى جَنَفًا جَنَفًا مَيْلاً مُتَجَانِفٌ مَائِلٌ

১৭০৬. পরিচ্ছেদ ঃ অসীয়াত প্রসঙ্গে এবং নবী ﷺ -এর বাণী, মানুষের অসীয়াত তার নিকট লিখিত আকারে থাকা উচিত। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন ঃ তোমাদের অসীয়াত করার বিধান দেওয়া হল। তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে, সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায়, তবে তার পিতামাতার জন্য,........ পক্ষপাতিত্ব পর্যন্ত। (২ ঃ ১৮০-১৮২) جَنَفًا অর্থ-ঝুঁকে যাওয়া পক্ষপাতিত্ব করা مُتَجَانِف ঐ ব্যক্তি, যে ঝুঁকে পড়ে, পক্ষপাতিত্ব করে।

٢٥٥١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوْصِيْ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ اِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২৫৫১ আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইউসুফ (র)......... আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেছেন, কোন মুসলিম ব্যক্তির উচিত নয় যে, তার অসীয়াতযোগ্য কিছু (সম্পদ) রয়েছে, সে দু'রাত কাটাবে অথচ তার কাছে তার অসীয়াত লিখিত থাকবে না। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম (র) এ হাদীস বর্ণনায় মালিক (র)-এর অনুসরণ করেছেন। এ সনদে আমর (র) ইবন উমর (রা)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٥٥٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ خَتَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَخِىْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلاَ دِيْنَارًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ اَمَةً وَلاَ شَيْئًا اِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلاَحَهُ وَاَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً

২৫৫২ ইবরাহীম ইব্‌ন হারিস (র)......... রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর শ্যালক অর্থাৎ উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া বিন্‌ত হারিসের ভাই আমর ইবনুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ইন্তিকালের সময় তাঁর সাদা খচ্চরটি, তাঁর হাতিয়ার এবং সে জমি যা তিনি সাদ্‌কা করেছিলেন, তাছাড়া কোন স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা, কোন দাস-দাসী কিংবা কোন জিনিস রেখে যাননি।'

٢٥٥٣ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا مَالِكٌ هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ قَالَ سَاَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا هَلْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اَوْصٰى فَقَالَ لاَ فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ اَوْ اُمِرُوْا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ اَوْصٰى بِكِتَابِ اللّٰهِ

২৫৫৩ খাল্লাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র)....... তালহা ইব্‌ন মুসাররিফ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী আওফা (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ কি অসীয়াত করেছিলেন? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, তাহলে কিভাবে লোকদের উপর অসীয়াত ফরয করা হলো, কিংবা ওয়াসিয়াতের নির্দেশ দেয়া হলো? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্‌র কিতাবের (অনুযায়ী আমল করার) অসীয়াত করেছেন।

٢٥٥٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ ذَكَرُوْا عِنْدَ عَائِشَةَ اَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ مَتٰى اَوْصٰى اِلَيْهِ وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ اِلٰى صَدْرِىْ اَوْ قَالَتْ حَجْرِىْ فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَلَقَدْ انْخَنَثَ فِىْ حَجْرِىْ فَمَا شَعَرْتُ اَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَمَتٰى اَوْصٰى اِلَيْهِ

banglainternet.com

২৫৫৪ আমর ইব্‌ন যুরারা (র)........ আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবীগণ আয়িশা (রা)-এর কাছে আলোচনা করলেন যে, আলী (রা) নবী ﷺ-এর ওয়াসী[১] ছিলেন। আয়িশা (রা) বলেন, 'তিনি কখন তাঁর প্রতি অসীয়াত করলেন? অথচ আমি তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমার বুকে অথবা বলেছেন আমার কোলে হেলান দিয়ে রেখেছিলাম। তখন তিনি পানির তস্তুরি চাইলেন, তারপর আমার কোলে ঝুঁকে পড়লেন। আমি বুঝতেই পারিনি যে, তিনি ইন্‌তিকাল করেছেন। অতএব তাঁর প্রতি কখন অসীয়াত করলেন?'

١٧٠٧. بَابُ اَنْ يَتْرُكَ وَرَثَتَهُ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَتَكَفَّفُوا النَّاسَ

১৭০৭. পরিচ্ছেদ : ওয়ারিসদের অপরের কাছে হাত পাতা অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে মালদার রেখে যাওয়া শ্রেয়

٢٥٥٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُنِىْ وَاَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ اَنْ يَمُوْتَ بِالْاَرْضِ الَّتِىْ هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللّٰهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُوْصِىْ بِمَالِىْ كُلِّهِ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّكَ اَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ فِىْ اَيْدِيهِمْ وَاِنَّكَ مَهْمَا اَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِى تَرْفَعُهَا اِلَى فِىْ اِمْرَاَتِكَ وَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّبِكَ اٰخَرُوْنَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ اِلاَّ ابْنَةٌ

২৫৫৫ আবু নু'আইম (র)....... সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একবার আমাকে রোগাক্রান্ত অবস্থায় দেখতে আসেন। সে সময় আমি মক্কায় ছিলাম। কোন ব্যক্তি যে স্থান থেকে হিজরত করে, সেখানে মৃত্যুবরণ করাকে তিনি অপছন্দ করতেন। এজন্য তিনি বলতেন, আল্লাহ্ রহম করুক ইব্‌ন আফ্‌রা-র উপর। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ﷺ আমি কি আমার সমুদয় মালের ব্যবহারের অসীয়াত করে যাব? তিনি বললেন, না। আমি আরজ করলাম, তবে অর্ধেক? তিনি ইরশাদ করলেন, না। আমি আরজ করলাম, তবে এক তৃতীয়াংশ? তিনি ইরশাদ করলেন, (হ্যাঁ) এক তৃতীয়াংশ আর এক তৃতীয়াংশও অনেক। ওয়ারিসগণকে দরিদ্র পরমুখাপেক্ষী করে রেখে যাওয়ার চেয়ে ধনী অবস্থায় রেখে

banglainternet.com

---

১. নবী ﷺ আলী (রা)-এর জন্য খিলাফতের অসীয়াত করেছিলেন।

যাওয়া শ্রেয়। তুমি যখনই কোন খরচ করবে, তা সাদ্‌কারূপে গণ্য হবে। এমনকি সে লোকমাও যা তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে। হয়ত আল্লাহ্ পাক তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং লোকেরা তোমার দ্বারা উপকৃত হবেন, আবার কিছু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে সময় তার একটি মাত্র কন্যা ছাড়া কেউ ছিল না।

١٧٠٨ بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ يَجُوْزُ لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ اِلاَّ الثُّلُثَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ

১৭০৮. পরিচ্ছেদ ঃ এক তৃতীয়াংশ অসীয়াত করা। হাসান বাস্‌রী (র) বলেন, যিম্মির (কাফির) জন্য এক তৃতীয়াংশের অধিক অসীয়াত করা জায়িয নয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তিনি যেন আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যিম্মিদের মধ্যে ফয়সালা করেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ তাদের মধ্যে ফয়সালা কর, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী। (৫ ঃ ৪৯)

٢٥٥٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَوْ غَضَّ النَّاسُ اِلَى الرُّبْعِ لاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثُ كَبِيْرٌ اَوْ كَثِيْرٌ

২৫৫৬ কুতাইবা ইব্‌ন সাঈদ (র)........ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা যদি এক চতুর্থাংশে নেমে আসত (তবে ভাল হতো) কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, এক তৃতীয়াংশ এবং তৃতীয়াংশই বিরাট অথবা তিনি বলেছেন বেশ।

٢٥٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ لاَ يَرُدَّنِيْ عَلٰى عَقِبِيْ قَالَ لَعَلَّ اللّٰهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا ، قُلْتُ اُرِيْدُ اَنْ اُوْصِيَ وَاِنَّمَا لِيَ ابْنَةٌ فَقُلْتُ اُوْصِيْ بِالنِّصْفِ قَالَ النِّصْفُ كَثِيْرٌ قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ كَثِيْرٌ اَوْ كَبِيْرٌ قَالَ فَاَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ فَجَازَ ذَالِكَ لَهُمْ

banglainternet.com

২৫৫৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহীম (র)...... আমির ইবন সা'দ (র)-এর পিতা সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্‌কাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (একবার) অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী ﷺ আমাকে দেখতে আসেন। আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে পেছন দিকে ফিরিয়ে না নেন।'[১] তিনি বললেন, 'আশা করি আল্লাহ্ তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তোমার দ্বারা লোকদের উপকৃত করবেন।' আমি বললাম, 'আমি অসীয়াত করতে চাই। আমার তো একটি মাত্র কন্যা রয়েছে।' আমি আরো বললাম, 'আমি অর্ধেক অসীয়াত করতে চাই।' তিনি বললেন, অর্ধেক অনেক বেশী। আমি বললাম, এক তৃতীয়াংশ। তিনি বললেন, আচ্ছা এক তৃতীয়াংশ এবং এক তৃতীয়াংশ বেশী বা তিনি বলেছেন বিরাট। সা'দ (রা) বলেন, এরপর লোকেরা এক তৃতীয়াংশ অসীয়াত করতে লাগল। আর তা-ই বৈধ হলো।

١٧٠٩. بَابُ قَوْلِ الْمُوْصِيْ لِوَصِيِّهِ تَعَاهَدْ وَلَدِيْ وَمَا يَجُوْزُ لِلْوَصِيِّ مِنَ الدَّعْوَى

১৭০৯. পরিচ্ছেদ ঃ অসীর প্রতি অসীয়াতকারীর উক্তি ঃ তুমি আমার সন্তানদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আর অসীর জন্য কিরূপ দাবী জায়িয

٢٥٥٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ مِنِّيْ فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِيْ قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيْهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ : أَخِيْ وَابْنُ أَمَةِ أَبِيْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ابْنُ أَخِيْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيْهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِيْ وَابْنُ وَلِيْدَةِ أَبِيْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِبِيْ مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللّٰهَ

২৫৫৮ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র)........ নবী করীম ﷺ-এর সহধর্মীণী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উত্‌বা ইব্‌ন আবূ ওয়াক্‌কাস (রা) তাঁর ভাই সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্‌কাস (রা)-কে এই বলে অসীয়াত করেন যে, যামআর দাসীর ছেলেটি আমার ঔরসজাত। তাকে তুমি তোমার অধিকারে আনবে। মক্কা বিজয়ের বছর সা'দ (রা) তাকে নিয়ে নেন এবং বলেন, সে আমার ভাতিজা (আমার ভাই) আমাকে এর

banglainternet.com

১. অর্থাৎ আমি যেখান থেকে হিজরত করে চলে এসেছি আল্লাহ তাআলা যেন সেখানে আমার মৃত্যু না দেন।

ব্যাপারে অসীয়াত করে গেছেন। আব্‌দ ইব্‌ন যামআ (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, সে আমার ভাই এবং আমার পিতার দাসীর পুত্র। আমার পিতার বিছানায় তার জন্ম হয়েছে। তারা উভয়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে আসেন। সা'দ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, সে আমার ভাইয়ের পুত্র এবং তিনি আমাকে তার সম্পর্কে অসীয়াত করে গেছেন। আব্‌দ ইব্‌ন যামআ (রা) বললেন, সে আমার ভাই এবং আমার পিতার দাসীর পুত্র। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে আব্‌দ ইব্‌ন যামআ, সে তোমারই প্রাপ্য। কেননা যার বিছানায় সন্তান জন্মেছে, সে-ই সন্তানের অধিকারী। ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর। তারপর তিনি সাওদা বিন্‌তে যামআ (রা)-কে বললেন, 'তুমি এই ছেলেটি থেকে পর্দা কর।' কেননা তিনি ছেলেটির সঙ্গে উত্‌বা-র সাদৃশ্য দেখতে পান। ছেলেটির আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত সে কখনো সাওদা (রা)-কে দেখেনি।

١٧١٠ بَابٌ إِذَا أَوْمَأَ الْمَرِيضُ بِرَأْسِهِ إِشَارَةً بَيِّنَةً جَازَتْ

১৭১০. পরিচ্ছেদ ঃ কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মাথা দিয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত করলে তা গ্রহণযোগ্য

[٢٥٥٩] حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ أَفُلاَنٌ أَوْ فُلاَنٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَجِيءَ بِهِ فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى اعْتَرَفَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ

[২৫৫৯] হাস্‌সান ইবন আবু আব্বাদ (র)........ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক ইয়াহুদী একটি মেয়ের মাথা দুইটি পাথরের মাঝে রেখে তা তেঁথলে ফেলে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, কে তোমাকে এমন করেছে? কি অমুক, না অমুক ব্যক্তি? অবশেষে যখন সেই ইয়াহুদীর নাম নেওয়া হল তখন মেয়েটি মাথা দিয়ে ইশারা করল, হ্যাঁ। তারপর সেই ইয়াহুদীকে নিয়ে আসা হল এবং তাকে বারবার জিজ্ঞাসাবাদের পর অবশেষে সে স্বীকার করল। নবী ﷺ তার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন। সে মতে পাথর দিয়ে তার মাথা তেঁথলিয়ে দেয়া হলো।

١٧١١. بَابٌ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

১৭১১. পরিচ্ছেদ ঃ ওয়ারিসের জন্য কোন অসীয়াত নেই

[٢٥٧٠] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ

banglainternet.com

وَجَعَلَ لِلْاَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْاَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ

২৫৬০ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)........ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (সেকালে) উত্তরাধিকারী হিসেবে সম্পদ পেতো সন্তান আর পিতা-মাতার জন্য ছিল অসীয়াত। এরপর আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পছন্দ মোতাবেক এ বিধান রহিত করে ছেলের অংশ মেয়ের দ্বিগুণ, পিতামাতা প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠমাংশ, স্ত্রীর জন্য (যদি সন্তান থাকে) এক অষ্টমাংশ, (না থাকলে) এক চতুর্থাংশ, স্বামীর জন্য (সন্তান না থাকলে) অর্ধেক, (থাকলে) এক চতুর্থাংশ নির্ধারণ করেন।

١٧١٢. بَابُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ

১৭১২. পরিচ্ছেদ ঃ মৃত্যুর সময় দান খায়রাত করা

٢٥٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ حَرِيْصٌ تَأْمُلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلَا تُمْهِلْ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

২৫৬১ মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উত্তম সাদ্‌কা কোনটি? তিনি বলেন, সুস্থ এবং সম্পদের প্রতি অনুরাগ থাকা অবস্থায় দান খয়রাত করা, যখন তোমার ধনী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং তুমি দারিদ্রের আশংকা রাখ, আর তুমি এভাবে অপেক্ষায় থাকবে না যে, যখন তোমার প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে আসে, তখন তুমি বলবে, অমুকের জন্য এতটুকু, অমুকের জন্য এতটুকু অথচ তা অমুকের জন্য হয়েই গেছে।

١٧١٣. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصٰى بِهَا اَوْ دَيْنٍ ، وَيُذْكَرُ اَنَّ شُرَيْحًا وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَطَاوُسًا وَعَطَاءً وَابْنَ اُذَيْنَةَ اَجَازُوْا اِقْرَارَ الْمَرِيْضِ بِدَيْنٍ وَقَالَ الْحَسَنُ اَحَقُّ مَا يُصَدَّقُ بِهِ الرَّجُلُ اٰخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَاَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الْاٰخِرَةِ وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ وَالْحَكَمُ اِذَا اَبْرَاَ الْوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ وَاَوْصٰى رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ اَنْ لَا

banglainternet.com

تُكْشَفُ امْرَأَتُهُ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا وَقَالَ الْحَسَنُ اِذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ كُنْتُ اَعْتَقْتُكَ جَازَ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ اِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا اِنَّ زَوْجِيْ قَضَانِيْ وَقَبَضْتُ مِنْهُ جَازَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لاَ يَجُوْزُ اِقْرَارُهُ لِسُوْءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ ، ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ يَجُوْزُ اِقْرَارُهُ بِالْوَدِيْعَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِيْنَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا ، فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلاَ غَيْرَهُ فِيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৭১৩. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ ঋণ আদায় ও অসীয়াত পূর্ণ করার পর (মৃতের সম্পত্তি ভাগ হবে)। ৪ ঃ ১২ উল্লেখ করা হয়েছে যে, শুরাইহ, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয, তাউস, আতা ও ইব্‌ন উযায়না (র) রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণের স্বীকারোক্তিকে বৈধ বলেছেন। হাসান (র) বলেন, দুনিয়ার শেষ দিনে এবং আখিরাতের প্রথম দিনে উপনীত হওয়া মানুষ যে স্বীকারোক্তি করে তাই বেশী গ্রহণযোগ্য। ইবরাহীম ও হাকাম (র) বলেন, উত্তরাধিকারী যদি (মৃতের) ঋণ মাফ করে দেয়, তবে সে মুক্ত হয়ে যাবে। রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (র) অসীয়াত করেন যে, যে সকল মাল ফাযারিয়া গোত্রের তার স্ত্রীর ঘরে আবদ্ধ রয়েছে, তা যেন বের করা না হয়। হাসান (র) বলেন, কেউ যদি মৃত্যুর সময় তার ক্রীতদাসকে বলে, আমি তোমাকে আযাদ করেছি তবে তা বৈধ। শাবী (র) বলেন, যদি কোন স্ত্রী মৃত্যুকালে বলে, আমার স্বামী আমার হক আদায় করে দিয়েছেন এবং আমি তা নিয়ে নিয়েছি, তবে তা বৈধ। কেউ কেউ বলেন যে, ওয়ারিস সম্পর্কে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা তাতে তার সম্বন্ধে কুধারণা হতে পারে। তারপর ইস্‌তিহ্‌সান করে বলেন যে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির আমানত, পুঁজি ও শরীকী ব্যবসা সম্বন্ধীয় স্বীকারোক্তি বৈধ। অথচ নবী ﷺ বলেছেন যে, তোমরা খারাপ ধারণা থেকে বেঁচে থাক, কেননা খারাপ ধারণা সবচাইতে বড় মিথ্যা। কোন মুসলমানের মাল হালাল নয় ; কেননা, নবী ﷺ বলেছেন, মুনাফিকের আলামাত হল-তার নিকট কিছু আমানাত রাখা হলে সে তা খেয়ানাত করে। আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণীঃ আল্লাহ্‌ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা আমানাত তার হকদারের কাছে অবশ্যই ফিরিয়ে দিবে। ৪ ঃ ৫৮ এতে তিনি উত্তরাধিকারী কিংবা অন্য কাউকে নির্দিষ্ট করেননি। এই প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আম্‌র (রা) নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন

٢٥٦٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَبُو الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ عَامِرٍ اَبُوْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ

banglainternet.com

اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا
اُؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ

২৫৬২ সুলাইমান ইব্ন দাউদ আবূ রাবী' (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি—যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, আমানত রাখলে তা খেয়ানত করে এবং প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভঙ্গ করে।

١٧١٤. بَابُ تَاوِيْلِ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَا اَوْ دَيْنٍ وَيُذْكَرُ اَنَّ
النَّبِىَّ ﷺ قَضٰى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا
الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا فَاَدَاءُ الْاَمَانَةِ اَحَقُّ مِنْ تَطَوُّعِ الْوَصِيَّةِ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ صَدَقَةَ
اِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ يُوْصِى الْعَبْدُ اِلاَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ
اَلْعَبْدُ رَاعٍ فِىْ مَالِ سَيِّدِهِ

১৭১৪. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ ঋণ আদায় ও অসীয়াত পূরণ করার পর (মৃতের সম্পত্তি ভাগ করতে হবে) ৪ ঃ ১১ এর ব্যাখ্যা। উল্লেখ রয়েছে যে, নবী ﷺ অসীয়াতের পূর্বে ঋণ আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার হক্দারের কাছে ফিরিয়ে দিবে। ৪ ঃ ৫৮ কাজেই নফল অসীয়াত পূরণ করার আগে আমানত আদায়ের অগ্রাধিকার রয়েছে। আর নবী ﷺ বলেছেন ঃ স্বচ্ছলতা ব্যতীত সাদকা করতে নেই। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, গোলাম তার মালিকের অনুমতি ছাড়া অসীয়াত করবে না। নবী ﷺ বলেন, গোলাম তার মালিকের সম্পদের হিফাজতকারী

٢٥٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ
سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ قَالَ لِىْ يَا
حَكِيْمُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ فَمَنْ اَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ
وَمَنْ اَخَذَهُ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِىْ يَاْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ
وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى ، قَالَ حَكِيْمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

banglainternet.com

وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا اَرْزَأُ اَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتّٰى اُفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدْعُوْ حَكِيْمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَاْبٰى اَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ، ثُمَّ اِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَيَاْبٰى اَنْ يَقْبَلَهُ ، فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اِنِّىْ اَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِىْ قَسَمَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ هٰذَا الْفَىْءِ فَيَاْبٰى اَنْ يَاْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَاْ حَكِيْمٌ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِىِّ ﷺ حَتّٰى تُوُفِّىَ

২৫৬৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র).... হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট আমি সওয়াল করলাম, তিনি আমাকে দান করলেন। আবার সওয়াল করলাম, তিনি আমাকে দান করলেন। তারপর তিনি আমাকে বললেন, 'হে হাকীম। এই ধন সম্পদ সবুজ-শ্যামল, মধুর। যে ব্যক্তি দানশীলতার মনোভাব নিয়ে তা গ্রহণ করবে, তাতে তার বরকত হবে। আর যে ব্যক্তি প্রতীক্ষা কাতর অন্তরে তা গ্রহণ করবে, তাতে তার বরকত হবে না। সে ঐ ব্যক্তির মত যে খায়; কিন্তু তৃপ্ত হয় না। উপরের (দাতার) হাত নীচের (গ্রহীতার) হাতের চাইতে উত্তম।' হাকীম (রা) বলেন, তারপর আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, আপনার পরে আমি দুনিয়া থেকে বিদায়ের আগে আর কারো কিছু চাইব না। (কোন কিছু নেব না) এরপর আবূ বকর (রা) কিছু দান করার জন্য হাকীমকে আহবান করেন, কিন্তু হাকীম (রা) তাঁর কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তারপর উমর (রা)-ও হাকীম (রা)-কে কিছু দান করার জন্য ডেকে পাঠান, কিন্তু তাঁর কাছ থেকেও কিছু গ্রহণ করতে তিনি অস্বীকার করেন। তখন উমর (রা) বলেন, হে মুসলিম সমাজ! আমি আল্লাহ্ প্রদত্ত গনীমতের মাল থেকে প্রাপ্য তাঁর অংশ তাঁর সামনে পেশ করেছি, কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকার করেছেন; হাকীম (রা) তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত নবী ﷺ -এর পরে আর কারো নিকট কিছু চাননি।

٢٥٦٤ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْاِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِىْ اَهْلِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْاَةُ فِىْ بَيْتِ زَوْجِهَا رَعِيَّةٌ وَمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِىْ مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ اَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِىْ مَالِ اَبِيْهِ

banglainternet.com

২৫৬৪ বিশ্‌র ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি তোমরা প্রত্যেকই দায়িত্ববান এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা

হবে। তাই শাসক হলেন দায়িত্ববান, তার দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্ববান এবং তাকে তার দায়িত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের সম্পদের দায়িত্ববান, তার সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। গোলাম তার মালিকের ধন-সম্পদের দায়িত্ববান, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি এও বলেছেন যে, পুত্র তার পিতার সম্পদের দায়িত্ববান।

١٧١٥. بَابُ اِذَا وَقَفَ اَوْ اَوْصَى لِاَقَارِبِهِ وَمَنِ الْاَقَارِبُ ، وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِاَبِىْ طَلْحَةَ اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ اَقَارِبِكَ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَاُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ وَقَالَ الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ اَنَسٍ بِمِثْلِ حَدِيْثِ ثَابِتٍ قَالَ اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ قَرَابَتِكَ قَالَ اَنَسٌ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَاُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَا اَقْرَبَ اِلَيْهِ مِنِّىْ وَكَانَ قَرَابَةُ حَسَّانَ وَاُبَىٍّ مِنْ اَبِىْ طَلْحَةَ وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِىِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ فَيَجْتَمِعَانِ اِلَى حَرَامٍ وَهُوَ الْاَبُ الثَّالِثُ وَحَرَامُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِىِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ فَهُوَ يُجَامِعُ حَسَّانَ وَاَبَا طَلْحَةَ وَاُبَيًّا اِلَى سِتَّةِ آبَاءٍ اِلَى عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ اُبَىُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ فَعَمْرُو بْنُ مَالِكٍ يَجْمَعُ حَسَّانَ وَاَبَا طَلْحَةَ وَاُبَيًّا وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِذَا اَوْصَى لِقَرَابَتِهِ فَهُوَ اِلَى آبَائِهِ فِى الْاِسْلَامِ

১৭১৫. পরিচ্ছেদ ঃ যখন আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওয়াক্ফ বা অসীয়াত করা হয় এবং আত্মীয় কারা? সাবিত (রা) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ আবূ তালহাকে বলেন, তুমি (তোমার বাগানটি) তোমার গরীব আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে দাও। তারপর তিনি বাগানটি হাস্সান ও উবাই ইব্ন কা'বকে দিয়ে দেন। আনসারী (র) বলেন, আমার পিতা সুমামা এর মাধ্যমে আনাস (রা) থেকে সাবিত (রা)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, বাগানটি তোমার গরীব আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে দাও। আনাস (রা) বলেন, আবূ তালহা (রা) বাগানটি হাস্সান এবং উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে দিলেন আর তারা উভয়েই আমার চাইতে তার নিকটাত্মীয় ছিলেন। আবূ তালহা (রা)-এর সঙ্গে হাস্সান এবং উবাই (রা)-এর সম্পর্ক ছিল এরূপঃ আবূ তালহা (রা) নাম-যায়দ ইব্ন সাহ্ল ইব্ন আসওয়াদ ইব্ন হারাম ইব্ন আম্র ইব্ন যায়দ যিনি ছিলেন মানাত ইব্ন আদী ইব্ন আম্র ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার। (হাস্সানের বংশ পরিচয় হলোঃ) হাস্সান ইব্ন সাবিত ইব্ন মুনযির ইব্ন হারাম। কাজেই উভয়ে হারাম নামক পুরুষে মিলিত হন। যিনি তৃতীয় পিতৃপুরুষ ছিলেন এবং হারাম ইব্ন আম্র ইব্ন যায়দ যিনি মানাত ইব্ন আদী ইব্ন আম্র ইব্ন মালিক ইব্ন নাজ্জার। অতএব

banglainternet.com

হাস্‌সান, আবূ তালহা ও উবাই (রা) ষষ্ঠ পুরুষে এসে আমর ইব্‌ন মালিকের সঙ্গে মিলিত হন। আর উবাই হলেন উবাই ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন উবাইদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন নাজ্জার। কাজেই আম্‌র ইব্‌ন মালিক এসে হাস্‌সান, আবূ তালহা ও উবাই একত্র হয়ে যায়। কারো কারো মতে নিজের আত্মীয়-স্বজনের জন্য অসীয়াত করলে তা তার মুসলিম বাপ-দাদার জন্য প্রযোজ্য হবে।

٢٥٦٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِاَبِيْ طَلْحَةَ اَرٰى اَنْ تَجْعَلَهَا فِى الْاَقْرَبِيْنَ قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَسَمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِيْ اَقَارِبِهِ وَبَنِيْ عَمِّهِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمَّا نَزَلَتْ : وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ، جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُنَادِيْ يَا بَنِيْ فِهْرٍ يَا بَنِيْ عَدِيٍّ لِبُطُوْنِ قُرَيْشٍ ، وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ لَمَّا نَزَلَتْ : وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ

২৫৬৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)......... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আবূ তালহা (রা)-কে বলেন আমার মত হলো, তোমার বাগানটি তোমার আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে দাও। আবূ তালহা (রা) বলেন, আমি তা-ই করব ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাই আবূ তালহা (রা) তার বাগানটি তার আত্মীয়-স্বজন ও চাচাত ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করে দেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, যখন এই আয়াতটি নাযিল হল ঃ (হে মুহাম্মদ) আপনার নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দেন (২৬:২১৪)। তখন নবী ﷺ কুরায়শ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গোত্রদের ডেকে বললেন, হে বানূ ফিহ্‌র, হে বানূ আদী, তোমরা সতর্ক হও। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, যখন কুরআনের এই আয়াত নাযিল হলোঃ (হে মুহাম্মদ) আপনি আপনার নিকটাত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দিন (২৬ ঃ ২১৪)। তখন নবী ﷺ বললেন, হে কুরায়শ সম্প্রদায়।

١٧١٦. بَابٌ هَلْ يَدْخُلُ النِّسَاءُ وَالْوَلَدُ فِى الْاَقَارِبِ

১৭১৬. পরিচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোক ও সন্তান-সন্ততি (অসীয়াতের ক্ষেত্রে) আত্মীয়-স্বজনের অন্তর্ভুক্ত হবে কি?

٢٥٦٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ، قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرُوْا اَنْفُسَكُمْ لَا

banglainternet.com

أُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ
شَيْئًا ، يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِىْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ
عَمَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَا أُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ
سَلِيْنِىْ مَاشِئْتِ مِنْ مَالِىْ لَا أُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَنِ
ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

২৫৬৬ আবুল ইয়ামান (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনের এই আয়াতটি নাযিল করলেন, (হে মুহাম্মদ) আপনি আপনার নিকটাত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দিন (২৬:২১৪) তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'হে কুরায়শ সম্প্রদায়! কিংবা অনুরূপ শব্দ বললেন, তোমরা (আল্লাহ্র আযাব থেকে) আত্মরক্ষা কর। আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে বানূ আব্দ মানাফ! আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব! আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। হে সাফিয়্যা! রাসূলুল্লাহ্র ফুফু, আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। হে ফাতিমা বিন্তে মুহাম্মদ! আমার ধন-সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। আসবাগ (র) ইবন ওয়াহব (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনায় আবুল ইয়ামান (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

١٧١٧. بَابٌ هَلْ يَنْتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ وَقَدِ اشْتَرَطَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَقَدْ يَلِى الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ وَكَذٰلِكَ كُلُّ مَنْ جَعَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئًا لِلّٰهِ فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَمَا يَنْتَفِعُ بِهِ غَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ

১৭১৭. পরিচ্ছেদ ঃ ওয়াক্‌ফকারী তার কৃত ওয়াক্‌ফ দ্বারা উপকার হাসিল করতে পারে কি? উমর (রা) শর্তারোপ করেছিলেন, যে ব্যক্তি ওয়াক্‌ফের মুতাওয়াল্লী হবে, তার জন্য তা থেকে কিছু খাওয়াতে কোন দোষ নেই। ওয়াক্‌ফকারী নিজেও মুতাওয়াল্লী হতে পারে, আর অন্য কেউও হতে পারে। অনুরূপ যে ব্যক্তি উট বা অন্য কিছু আল্লাহ্র নামে উৎসর্গ করে তার জন্যও তা থেকে নিজে উপকৃত হওয়া বৈধ, যেমন অন্যদের জন্য তা থেকে উপকৃত হওয়া বৈধ, যদিও শর্ত আরোপ না করে

٢٥٦٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ
عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى رَجُلًا يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ ارْكَبْهَا فَقَالَ يَا

banglainternet.com

رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا بَدَنَـةٌ ، قَالَ فِى الثَّالِثَـةِ اَوِ الرَّابِعَـةِ اِرْكَبْـهَا وَيْلَكَ اَوْ وَيْحَكَ

২৫৬৭ কুতাইবা (র)........ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদিন দেখতে পেলেন যে, এক ব্যক্তি কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকটিকে বললেন, এর উপর সওয়ার হও। সে বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটি তো কুরবানীর উট'। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তৃতীয়বার বা চতুর্থবার তাকে বললেন, তার উপর সওয়ার হয়ে যাও, দুর্ভোগ তোমার জন্য কিংবা বললেন, তোমার প্রতি আফসোস।

٢٥٦٨ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ اِرْكَبْهَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ اِرْكَبْهَا وَيْلَكَ فِى الثَّانِيَةِ اَوْ فِى الثَّالِثَةِ

২৫৬৮ ইসমাঈল (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন যে, সে একটি কুরবানীর উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন, এর উপর সওয়ার হও। লোকটি বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটি তো কুরবানীর উট।' তিনি দ্বিতীয়বার কিংবা তৃতীয়বার বললেন, এর উপর সওয়ার হও, দুর্ভোগ তোমার জন্য।

١٧١٨. بَابٌ اِذَا وَقَفَ شَيْئًا فَلَمْ يَدْفَعْهُ اِلٰى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِاَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَفَ ، وَقَالَ لاَ جُنَاحَ عَلٰى مَنْ وَلِيَهُ اَنْ يَّاْكُلَ وَلَمْ يَخُصَّ اَنْ وَلِيَهُ عُمَرُ اَوْ غَيْرُهُ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِاَبِىْ طَلْحَةَ اَرٰى اَنْ تَجْعَلَهَا فِى الْاَقْرَبِيْنَ فَقَالَ اَفْعَلُ فَقَسَمَهَا فِىْ اَقَارِبِهِ وَبَنِىْ عَمِّهِ

১৭১৮. পরিচ্ছেদ ঃ যখন কেউ কোন কিছু ওয়াক্‌ফ করে এবং তা অন্যের হাওয়ালা না করে, তবুও তা জায়িয। কেননা, উমর (রা) এই রকম ওয়াক্‌ফ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, মুতাওয়াল্লীর জন্য তা থেকে কিছু খেতে দোষ নেই। তিনি নিজে মুতাওয়াল্লী হবেন, না অন্য কেউ তা তিনি নির্দিষ্ট করেননি। নবী করীম ﷺ আবূ তালহা (র)-কে বলেন, আমার অভিমত এই যে, তুমি তা (তোমার সাদ্‌কাকৃত বাগানটি) তোমার নিকটাত্মীয়দের দিয়ে দাও। আবূ তালহা (রা) বলেন, আমি তা-ই করব। তারপর তিনি তাঁর নিকটাত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে তা বন্টন করে দেন।

banglainternet.com

١٧١٩. بَابٌ اِذَا قَالَ دَارِى صَدَقَةٌ لِلّٰهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ اَوْ غَيْرِهِمْ فَهُوَ جَائِزٌ وَيَضَعُهَا

فِى الْأَقْــرَبِيْنَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِأَبِىْ طَلْحَةَ حِيْنَ قَالَ أَحَبُّ أَمْــوَالِىْ إِلَىَّ بَيْــرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ فَأَجَازَ النَّبِىُّ ﷺ ذَالِكَ وَقَالَ بَعْــضُهُمْ لاَ يَجُوْزُ حَتّٰى يُبَيِّنَ لِمَنْ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ

১৭১৯. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কেউ বলে যে, আমার ঘরটি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সাদ্‌কা এবং ফকীর বা অন্য কারো কথা উল্লেখ না করে তবে তা জায়িয। সে তা আত্মীয়দের মধ্যে কিংবা যাদের ইচ্ছা দান করতে পারে। আবূ তালহা (রা) যখন বললেন যে, আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হল বায়রুহা বাগানটি এবং আমি তা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সাদ্‌কা করলাম। তখন নবী ﷺ তা জায়িয রেখেছেন। কোন কোন ফকীহ বলেছেন, যতক্ষণ না কারো জন্য তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জায়িয হবে না। কিন্তু প্রথম অভিমতটি অধিকতর সহীহ

١٧٢٠. بَابٌ إِذَا قَالَ أَرْضِىْ أَوْ بُسْــتَانِىْ صَدَقَةٌ لِلّٰهِ عَنْ أُمِّىْ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَالِكَ

১৭২০. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কেউ বলে যে, আমার এই জমিটি কিংবা বাগানটি আমার মায়ের তরফ থেকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সাদ্‌কা তবে তা জায়িয, যদিও তা কার জন্য তা ব্যক্ত না করে

٢٥٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْــبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ أَخْــبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِىْ يَعْلٰى أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُوْلُ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْــدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أُمِّىْ تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا شَيْئٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّىْ أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِىَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا

২৫৬৯ মুহাম্মদ (র)........ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)-এর মা মারা গেলেন এবং তিনি সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। পরে (সা'দ) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মা আমার অনুপস্থিতে মারা যান। আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু সাদ্‌কা করি, তাহলে কি তা তাঁর কোন উপকারে আসবে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' সা'দ (রা) বললেন, 'তাহলে আমি আপনাকে সাক্ষী করছি আমার মিখরাফ নামক বাগানটি তাঁর জন্য সাদ্‌কা করলাম।'

١٧٢١. بَابٌ إِذَا تَصَدَّقَ أَوْ أَوْقَفَ بَعْضَ مَالِهِ أَوْ بَعْضَ رَقِيْقِهِ أَوْ دَوَابِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ

banglainternet.com

১৭২১. পরিচ্ছেদ ঃ কেউ যদি তার আংশিক সম্পদ কিংবা কতিপয় গোলাম অথবা কিছু জন্তু-জানোয়ার সাদ্‌কা বা ওয়াকফ করে তবে তা জায়িয

٢٥٧٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ اَنْ اَنْخَلِعَ مِنْ مَالِيْ صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَ اِلَى رَسُوْلِهِ ﷺ قَالَ اَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَاِنِّيْ اُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِيْ بِخَيْبَرَ

২৫৭০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র)........ কা'ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার তাওবা (কবুলের শুকরিয়া) হিসাবে আমি আমার যাবতীয় মাল আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের উদ্দেশ্যে সাদ্কা করে মুক্ত হতে চাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কিছু মাল নিজের জন্য রেখে দাও, তা তোমার জন্য উত্তম। আমি বললাম, 'তাহলে আমি আমার খায়বারের অংশটি নিজের জন্য রেখে দিলাম।'

١٧٢٢. بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ اِلَى وَكِيْلِهِ ، ثُمَّ رَدَّ الْوَكِيْلُ اِلَيْهِ ، وَقَالَ اِسْمٰعِيْلُ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ لاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ، جَاءَ اَبُوْ طَلْحَةَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيْ كِتَابِهِ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَاِنَّ اَحَبَّ اَمْوَالِيْ اِلَيَّ بَيْرُحَاءَ قَالَ وَكَانَتْ حَدِيْقَةً كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَسْتَظِلُّ بِهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا فَهِيَ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاِلَى رَسُوْلِهِ اَرْجُوْ بِرَّهُ وَذُخْرَهُ فَضَعْهَا اَيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ حَيْثُ اَرَاكَ اللّٰهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَخْ يَا اَبَا طَلْحَةَ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ قَبِلْنَاهُ مِنْكَ ﷺ وَرَدَدْنَاهُ عَلَيْكَ فَاجْعَلْهُ فِي الْاَقْرَبِيْنَ فَتَصَدَّقَ بِهِ اَبُوْ طَلْحَةَ عَلٰى ذَوِيْ رَحِمِهِ قَالَ وَكَانَ مِنْهُمْ اُبَيٌّ وَحَسَّانُ قَالَ وَبَاعَ حَسَّانُ حِصَّتَهُ مِنْهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ ، فَقِيْلَ لَهُ تَبِيْعُ صَدَقَةَ اَبِيْ طَلْحَةَ فَقَالَ اَلاَ اَبِيْعُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِصَاعٍ مِنْ دَرَاهِمَ قَالَ وَكَانَتْ تِلْكَ الْحَدِيْقَةُ فِيْ مَوْضِعِ قَصْرِ بَنِيْ حُدَيْلَةَ الَّذِيْ بَنَاهُ مُعَاوِيَةُ

banglainternet.com

১৭২২. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার উকিলকে সাদ্‌কা প্রদান করল, তারপর উকিল সেটি তাকে ফিরিয়ে দিল। ইসমাঈল (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন নাযিল হলোঃ "তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত কখনো পূণ্য লাভ করতে পারবে না। (৩ ঃ ৯২) তখন আবূ তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে বলেছেন, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوْنَ এবং আমার কাছে সবচাইতে প্রিয় সম্পদ হলো বায়রুহা। আনাস (রা) বলেন, এটি সে বাগান যেখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাশরীফ নিয়ে ছায়ায় বসতেন এবং এর পানি পান করতেন। আবূ তালহা (রা) বলেন এটি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে দান কর। আমি এর বিনিময়ে ছাওয়াব ও আখিরাতের সঞ্চয়ের আশা রাখি। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ আপনাকে যেখানে ব্যয় করার নির্দেশ দেন সেখানে তা ব্যয় করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, বেশ, হে আবূ তালহা। এটি লাভজনক সম্পদ। আমি তোমার কাছ থেকে তা গ্রহণ করলাম এবং তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম। তা তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দাও। তারপর আবূ তালহা (রা) তা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সাদ্‌কা করে দিলেন। আনাস (রা) বলেন যে, এদের মধ্যে উবাই এবং হাস্‌সান (রা)-ও ছিলেন। হাস্‌সান তার অংশ মুআবিয়া (রা)-এর কাছে বিক্রি করে দেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, তুমি কি আবূ তালহা-এর সাদকাকৃত সম্পদ বিক্রি করে দিচ্ছ? হাস্‌সান (রা) বললেন, আমি কি এক সা' দিরহামের বিনিময়ে এক সা' খেজুর বিক্রি করব না? আনাস (রা) বলেন, বাগানটি ছিল বনূ হুদায়লা প্রাসাদের স্থানে অবস্থিত, যা মুআবিয়া (রা) নির্মাণ করেন।

١٧٢٣. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِنْهُ

১৭২২. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ মীরাসের মাল ভাগাভাগির সময় যদি কোন আত্মীয়,ইয়াতীম ও মিসকীন উপস্থিত থাকে, তবে তা থেকে তাদেরও কিছু দান করবে। (৪ ঃ ৮)

٢٥٧١ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اِنَّ نَاسًا يَزْعُمُوْنَ اَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نُسِخَتْ وَلَا وَاللّٰهِ مَا نُسِخَتْ وَلٰكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ هُمَا وَالِيَانِ وَالٍ يَرِثُ وَذَاكَ الَّذِىْ يَرْزُقُ وَوَالٍ لَا يَرِثُ وَقَالَ فَذَاكَ الَّذِىْ يَقُوْلُ بِالْمَعْرُوْفِ يَقُوْلُ لَا اَمْلِكُ لَكَ اَنْ اُعْطِيَكَ

২৫৭১ আবূ নুমান মুহাম্মদ ইবন ফাযল (র)...... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকদের ধারণা, উক্ত আয়াতটি মানসূখ হয়ে গেছে; কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম। আয়াতটি মানসূখ হয়নি; বরং লোকেরা এর উপর আমল করতে অনীহা প্রকাশ করছে। আত্মীয় দু' ধরনের- এক, আত্মীয় যারা ওয়ারিস হয়, এবং তারা

banglainternet.com

উপস্থিতদের কিছু দিবে। দুই, এমন আত্মীয় যারা ওয়ারিস নয়, তারা উপস্থিতদের সঙ্গে সদালাপ করবে এবং বলবে, আমাদের অধিকার কিছু নেই, যা তোমাদের দিতে পারি।

١٧٢٤. بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تُوُفِّيَ فَجَأَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوْا عَنْهُ وَقَضَاءِ النُّذُوْرِ عَنِ الْمَيِّتِ

১৭২৪. পরিচ্ছেদ ঃ হঠাৎ মারা গেলে তারপক্ষ থেকে সাদকা করা মুস্তাহাব আর মৃত ব্যক্তির তরফ থেকে তার মান্নত আদায় করা

٢٥٧٢ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّ اُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَاُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ اَفَاَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا

২৫৭২ ইসমাঈল (র)......... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একজন সাহাবী নবী করীম ﷺ-কে বললেন, আমার মা হঠাৎ মারা যান। আমার ধারণা যে, তিনি যদি কথা বলতে পারতেন, তাহলে সাদকা করতেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে সাদকা করতে পারি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ থেকে সাদ্‌কা কর।

٢٥٧٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِسْتَفْتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اُمِّيْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَقَالَ اقْضِهِ عَنْهَا

২৫৭৩ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র)........ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, সাদ ইব্‌ন উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে জানতে চাইলেন যে, আমার মা মারা গেছেন এবং তার উপর মান্নত ছিল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি তার পক্ষ থেকে তা আদায় কর।

١٧٢٥ . بَابُ الْاِشْهَادِ فِي الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ

১৭২৫. পরিচ্ছেদ ঃ ওয়াকফ, সাদ্‌কা ও অসীয়াতে সাক্ষী রাখা

٢٥٧٤ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يَعْلٰى اَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ

banglainternet.com

أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَخَا بَنِيْ سَاعِدَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّيْ تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّيْ أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا

২৫৭৪ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র)......... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, বানু সাঈদার নেতা সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)-এর মা মারা গেলেন। তখন তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। তারপর তিনি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মা আমার অনুপস্থিতিতে মারা গেছেন। এখন আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে সাদ্‌কা করি, তবে তা কি তাঁর কোন উপকারে আসবে?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ।' সা'দ (রা) বললেন, 'তাহলে আপনাকে সাক্ষী করে আমি আমার মিখ্‌রাফের বাগানটি তাঁর উদ্দেশ্যে সাদ্‌কা করলাম।'

١٧٢٤. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

১৭২৪. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র তাআলার বাণী ঃ ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে দিবে এবং ভালোর সংগে মন্দ বদল করবে না। তোমাদের সংগে তাদের সম্পদ মিশিয়ে গ্রাস করবে না, তা মহাপাপ। তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে, যাকে তোমাদের ভাল লাগে (৪ ঃ ২-৩)

٢٥٧٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ هِيَ الْيَتِيمَةُ فِيْ حَجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِيْ إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ بَعْدُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :

banglainternet.com

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ، قَالَتْ فَبَيَّنَ اللّٰهُ هٰذِهِ
الْآيَةَ أَنَّ الْيَتِيْمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوْا فِيْ نِكَاحِهَا ، وَلَمْ
يُلْحِقُوْهَا بِسُنَّتِهَا بِإِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوْبَةً عَنْهَا فِيْ قِلَّةِ
الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوْهَا وَالْتَمَسُوْا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ فَلَمَّا
يَتْرُكُونَهَا حِيْنَ يَرْغَبُوْنَ عَنْهَا ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوْهَا إِذَا رَغِبُوْا فِيْهَا ،
إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوْا لَهَا الْأَوْفٰى مِنَ الصَّدَاقِ ، وَيُعْطُوْهَا حَقَّهَا

২৫৭৫ আবুল ইয়ামান (র)......... উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেনঃ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوْا فِي الْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে, যাকে তোমাদের ভাল লাগে (৪:৩)। আয়াতটির অর্থ কি? আয়িশা (রা) বললেন, এখানে সেই ইয়াতীম মেয়েদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যে তার অভিভাবকের লালন-পালনে থাকে। এরপর সে অভিভাবক তার রূপ-লাবণ্য ও ধন-সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে, তার সমমানে মেয়েদের প্রচলিত মাহর থেকে কম দিয়ে তাকে বিয়ে করতে চায়। অতএব যদি মাহর পূর্ণ করার ব্যাপারে এদের প্রতি ইনসাফ করতে না পারে তবে ঐ অভিভাবকদেরকে নিষেধ করা হয়েছে এদের বিবাহ করতে এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের ছাড়া অন্য মেয়েদের- বিবাহ্ করতে। আয়িশা (রা) বলেন, এরপর লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এ সম্পর্কে জানতে চাইলে আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ এবং লোকে আপনার কাছে মহিলাদের বিষয়ে জানতে চায়। বলুন, আল্লাহ্ তোমাদের তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা জানাচ্ছেন (৪:১২৭)। আয়িশা (রা) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াতীম মেয়েরা সুন্দরী ও সম্পদশালী হলে অভিভাবকরা তাদের বিয়ে করতে আগ্রহী হয়, কিন্তু পূর্ণ মাহর প্রদান করে না। আবার ইয়াতীম মেয়েরা গরীব হলে এবং সুশ্রী না হলে তাদের বিয়ে করতে চায় না বরং অন্য মেয়ে তালাশ করে। আয়িশা (রা) বলেন যে, আকর্ষণীয় না হলে তারা যেমন ইয়াতীম মেয়েদের পরিত্যাগ করে, তেমনি আকর্ষণীয় মেয়েদেরও তারা বিয়ে করতে পারবে না, যদি তাদের ইনসাফ মাফিক পূর্ণ মাহর প্রদান এবং তাদের হক যথাযথভাবে আদায় না করে।

١٧٢٧. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَابْتَلُوا الْيَتَامٰى حَتّٰى إِذَا بَلَغُوْا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ
مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوْهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوْا وَمَنْ كَانَ
غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ إِلٰى قَوْلِهِ نَصِيْبًا مَفْرُوْضًا ،
حَسِيْبًا كَافِيًا وَمَا لِلْوَصِيِّ أَنْ يَعْمَلَ فِيْ مَالِ الْيَتِيْمِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ

banglainternet.com

১৭২৭. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তাআলার বাণী : তোমরা ইয়াতীমদের যাচাই করবে, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয় এবং তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে তাদের সম্পদ তাদের ফিরিয়ে দেবে। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অন্যায়ভাবে ঐ সম্পদ হতে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। যে অভাবমুক্ত সে যেন তাদের সম্পদ হতে নিবৃত্ত থাকে এবং যে অভাবগ্রস্ত সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে। .... এক নির্ধারিত অংশ পর্যন্ত (৪ ঃ ৬-৭) حَسِيبًا অর্থ যথেষ্ট আর অসী ইয়াতীমের মাল কীভাবে ব্যবহার করবে এবং তার শ্রমের অনুপাতে কী পরিমাণ সে ভোগ করতে পারবে

২৫৭৬ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ مَوْلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ثَمْغٌ وَكَانَ نَخْلاً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اسْتَفَدْتُ مَالاً وَهُوَ عِنْدِىْ نَفِيْسٌ فَأَرَدْتُ اَنْ اَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَ يُوْرَثُ وَلٰكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ فَصَدَقَتُهُ ذَالِكَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَفِى الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى ، وَلاَ جُنَاحَ عَلٰى مَنْ وَلِيَهُ اَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوْفِ ، اَوْ يُوْكِلَ صَدِيْقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ

২৫৭৬ হারূন (র)....... ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সময়ে উমর (রা) নিজের কিছু সম্পত্তি সাদ্‌কা করেছিলেন, তা ছিল, ছামাগ নামে একটি খেজুর বাগান। উমর (রা) বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি একটি সম্পদ পেয়েছি, যা আমার নিকট খুবই পছন্দনীয়। আমি সেটি সাদ্‌কা করতে চাই।' নবী ﷺ বলেন, 'মূল সম্পদটি এ শর্তে সাদ্‌কা কর, যে, তা বিক্রি করা যাবে না, দান করা যাবে না এবং কেউ ওয়ারিস হবে না, বরং তার ফল (আল্লাহ্‌র পথে) দান করা হবে। তারপর উমর (রা) সেটি এভাবেই সাদ্‌কা করলেন। তার এ সাদ্‌কা ব্যয় হবে আল্লাহ্‌র রাস্তায়, দাস মুক্তির ব্যাপারে, মিসকীন, মেহমান, মুসাফির ও আত্মীয়দের জন্য। এর যে মুতাওয়াল্লী হবে তার জন্য তা থেকে সঙ্গত পরিমাণ আহার করলে কিংবা বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়ালে কোন দোষ নেই। তবে তা সঞ্চয় করতে পারবে না।

২৫৭৭ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ قَالَتْ اُنْزِلَتْ فِىْ وَالِى الْيَتِيْمِ اَنْ يُصِيْبَ مِنْ مَالِهِ اِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوْفِ

banglainternet.com

২৫৭৭ উবাইদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র)........ আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ) যে বিত্তবান সে যেন বিরত থাকে আর যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণ ভোগ করে (৪ ঃ ৬)। আয়াতটি ইয়াতীমের অভিভাবক সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। অভিভাবক যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তাহলে বিধি মোতাবেক ইয়াতীমের সম্পত্তি থেকে প্রয়োজন পরিমাণ খেতে পারবে।

١٧٢٨. بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

১৭২৮. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ যারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে, তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। (৪ ঃ ১০)

٢٥٧٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ

২৫৭৮ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকবে। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেগুলো কি? তিনি বললেন, (১) আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করা (২) যাদু (৩) আল্লাহ্ তাআলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, শরীয়ত সম্মত ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করা (৪) সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের মাল গ্রাস করা (৬) রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সরল প্রকৃতির সতী মুমিন নারীদের অপবাদ দেওয়া।

١٧٢٩. بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

، لَأَعْنَتَكُمْ لَأَحْرَجَكُمْ وَضَيَّقَ ، وَعَنَتْ خَضَعَتْ ، وَقَالَ لَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ مَا رَدَّ ابْنُ عُمَرَ عَلَى أَحَدٍ وَصِيَّةً وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ

banglainternet.com

أَحَبُّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ فِيْ مَالِ الْيَتِيْمِ أَنْ يَجْتَمِعَ إِلَيْهِ نُصَحَاؤُهُ وَأَوْلِيَاؤُهُ فَيَنْظُرُوا الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ لَهُ ، وَكَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْيَتَامٰى قَرَأَ : وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ فِيْ يَتَامٰى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ يُنْفِقُ الْوَلِيُّ عَلٰى كُلِّ إِنْسَانٍ بِقَدْرِهِ مِنْ حِصَّتِهِ

১৭২৮. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তাআলার বাণীঃ লোকেরা আপনাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, তাদের সুব্যবস্থা করা উত্তম। তোমরা যদি তাদের সাথে একত্রে থাক, তবে তারা তো তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ জানেন কে হিতকারী এবং কে অনিষ্টকারী। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে তোমাদের কষ্টে ফেলতে পারতেন (২ ঃ ২২০)। لَأَعْنَتَكُمْ এর অর্থ তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত এবং কষ্টে ফেলতে পারতেন। عَنَتْ শব্দের অর্থ নত হল, (ইমাম বুখারী (র) বলেনঃ) সুলাইমান (র)........ নাফি (র) থেকে বর্ণিত, ইব্ন উমর (রা) কখনো কারো অসীয়াত প্রত্যাখ্যান করেননি। ইব্ন সীরীন (র)-এর কাছে ইয়াতীমের মাল সম্পর্কে সবচাইতে প্রিয় বিষয় ছিল, অভিভাবক ও শুভাকাংখীদের একত্রিত হওয়া, যাতে তারা তার কল্যাণের কথা বিবেচনা করে। তাউস (র)-এর কাছে ইয়াতীমের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি পাঠ করতেন ঃ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ আল্লাহ্ জানেন কে হিতকারী আর কে অনিষ্টকারী। আতা (র) বলেন, ইয়াতীম ছোট হোক কিংবা বড়, অভিভাবক তার অংশ থেকে প্রত্যেকের জন্য পরিমাণ মত ব্যয় করতে পারবে।

١٧٣٠. بَابُ اِسْتِخْدَامِ الْيَتِيْمِ فِى السَّفَرِ وَالْحَضَرِ إِذَا كَانَ لَهُ صَلَاحًا وَنَظَرِ الْأُمِّ وَزَوْجِهَا لِلْيَتِيْمِ

১৭৩০. পরিচ্ছেদ ঃ আবাসে কিংবা প্রবাসে ইয়াতীমদের থেকে খেদমত গ্রহণ করা, যখন তা তাদের জন্য কল্যাণকর হয় এবং মা ও মায়ের স্বামী কর্তৃক ইয়াতীমের প্রতি স্নেহদৃষ্টি রাখা

٢٥٧٩ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَأَخَذَ أَبُوْ طَلْحَةَ بِيَدِيْ فَانْطَلَقَ بِيْ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ فَخَدَمْتُهُ فِى السَّفَرِ وَالْحَضَرِ مَا قَالَ لِيْ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا هٰكَذَا وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هٰذَا هٰكَذَا

banglainternet.com

২৫৭৯ ইয়াকুব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)...... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মদীনায় এলেন, তখন তাঁর কোন খাদিম ছিল না। আবূ তালহা (রা) আমার হাত ধরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আনাস একজন বুদ্ধিমান ছেলে। সে আপনার খেদমত করবে।' এরপর প্রবাসে ও আবাসে আমি তাঁর খেদমত করেছি। আমার কৃত কোন কাজ সম্পর্কে তিনি কখনো বলেননি, তুমি এরূপ কেন করলে? কোন কাজ না করলে তিনি বলেননি, তুমি এটি এরূপ কেন করলে না?

١٧٣١. بَابٌ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا وَلَمْ يُبَيِّنِ الْحُدُوْدَ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَكَذٰلِكَ الصَّدَقَةُ

১৭৩১. পরিচ্ছেদ ঃ যখন কোন জমি ওয়াক্‌ফ করে এবং সীমা নির্ধারণ না করে তা বৈধ। অনুরূপ সাদ্‌কাও

٢٥٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبُّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ، قَامَ أَبُوْ طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ، وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِيْ إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ أَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَضَعْهَا حَيْثُ أَرَاكَ اللّٰهُ فَقَالَ بَخْ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ أَوْ رَايِحٌ شَكَّ ابْنُ مَسْلَمَةَ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّيْ أَرٰى أَنْ تَجْعَلَهَا فِى الْأَقْرَبِيْنَ ، قَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ أَفْعَلُ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، فَقَسَمَهَا أَبُوْ طَلْحَةَ فِيْ أَقَارِبِهِ وَفِيْ بَنِيْ عَمِّهِ ، وَقَالَ إِسْمٰعِيْلُ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ وَيَحْيٰى بْنُ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ رَايِحٌ

২৫৮০ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র)...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, মদীনায় আনসারদের মধ্যে আবূ তালহার খেজুর বাগান-সম্পদ সবচাইতে বেশী ছিল। আর সকল সম্পদের মধ্যে তাঁর কাছে সবচাইতে প্রিয় সম্পদ ছিল মসজিদের (নববীর) সামনে অবস্থিত বায়রুহা বাগানটি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে

banglainternet.com

বাগানে যেতেন এবং এর সুস্বাদু পানি পান করতেন। আনাস (রা) বলেন, যখন নাযিল হলঃ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ -তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা নেকী হাসিল করতে পারবে না। আবূ তালহা (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আল্লাহ্ বলেছেনঃ তোমরা যা ভালবাস, তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো নেকী হাসিল করতে পারবে না। আমার কাছে সবচাইতে প্রিয় সম্পদ হলো বায়রুহা। সেটি আল্লাহ্র নামে সাদকা। আমি আল্লাহ্র কাছে এর সওয়াব ও কিয়ামতের সঞ্চয়ের আশা করি। আল্লাহ্র মর্জি অনুযায়ী আপনি তা ব্যয় করুন।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, 'বেশ! এটি লাভজনক সম্পদ অথবা (বললেন), অস্থায়ী সম্পদ।' ইব্ন মাসলামা সন্দেহ পোষণ করেন। (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন) তুমি যা বলেছ, আমি তা শুনেছি। আমার মতে তুমি তা তোমার আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দাও। আবু তালহা (রা) বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তা-ই করব।' তারপর তিনি তা তার আত্মীয় ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। ইসমাঈল, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (রা) মালিক (র)-এর (সন্দেহ ছাড়াই) رَابِحٌ (অস্থায়ী) বর্ণনা করেছেন।

٢٥٨١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحٰقَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ أَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَإِنَّ لِيْ مِخْرَافًا، فَإِنِّيْ أُشْهِدُكَ أَنِّيْ قَدْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا

২৫৮১ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহীম (র)........ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন এবং তার মা মারা গেছেন। তার পক্ষ থেকে যদি আমি সাদ্কা করি তাহলে তা কি তার উপকারে আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সাহাবী বললেন, আমার একটি বাগান আছে, আপনাকে সাক্ষী রেখে আমি তার পক্ষ থেকে সাদ্কা করলাম।

١٧٣٢. بَابٌ إِذَا وَقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهُوَ جَائِزٌ

১৭৩২. পরিচ্ছেদ ঃ এক দল লোক যদি তাদের কোন শরীকী জমি ওয়াক্ফ করে তা হলে তা জায়িয

٢٥٨٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِيْ بِحَائِطِكُمْ هٰذَا قَالُوْا لَا وَاللّٰهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللّٰهِ

banglainternet.com

২৫৮২ মুসাদ্দাদ (র)........ আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মসজিদ তৈরীর নির্দেশ দিলেন। তারপর বললেন, হে বানূ নাজ্জার, তোমরা এই বাগানটির মূল্য নির্ধারণ করে আমার কাছে

বিক্রি কর। তারা বলল, এরূপ নয়। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই এর মূল্যের আশা রাখি।

١٧٣٣. بَابُ الْوَقْفِ كَيْفَ يُكْتَبُ

১৭৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ ওয়াক্‌ফ কিভাবে লেখা হবে?

٢٥٨٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عَوْنٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِيْ بِهِ ، قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَ يُوْرَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبٰى وَالرِّقَابِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لاَ جُنَاحَ عَلٰى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ

২৫৮৩ মুসাদ্দাদ (র)........ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) খায়বারে কিছু জমি লাভ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, আমি এমন ভাল একটি জমি পেয়েছি, যা ইতিপূর্বে কখনো পাইনি। আপনি এ সম্পর্কে আমাকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে আসল জমিটি ওয়াক্‌ফ করে তার উৎপন্ন সাদ্‌কা করতে পার। উমর (রা) এটি গরীব, আত্মীয়-স্বজন, গোলাম আযাদ, আল্লাহ্‌র পথে, মেহমান ও মুসাফিরদের জন্য এ শর্তে সাদ্‌কা করলেন যে, আসল জমি বিক্রি করা যাবে না, কাউকে দান করা যাবে না, কেউ এর উত্তরাধিকারী হবে না। তবে যে এর মুতাওয়াল্লী হবে তার জন্য তা থেকে সংগত পরিমাণ খেতে বা বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়ানোতে কোন দোষ নেই। তবে এ থেকে সঞ্চয় করবে না।

١٧٣٤. بَابُ الْوَقْفِ لِلْفَقِيْرِ وَالْغَنِيِّ وَالضَّيْفِ

১৭৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ অভাবগ্রস্ত ধনী, ও মেহমানদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা

٢٥٨٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَجَدَ مَالاً بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَذِي الْقُرْبٰى وَالضَّيْفِ

banglainternet.com

২৫৮৪ আবূ আসিম (র)........ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) খায়বারে কিছু সম্পদ লাভ করেন এবং নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে সেটি সাদ্কা করতে পার। তারপর তিনি সেটি অভাবগ্রস্ত,মিসকীন, আত্মীয়-স্বজন ও মেহমানদের মধ্যে সাদ্কা করে দেন।

١٧٣٥. بَابُ وَقْفِ الْاَرْضِ لِلْمَسْجِدِ

১৭৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদের জন্য জমি ওয়াক্ফ করা

٢٥٨٥ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ حَدَّثَنَا اَبُوْ التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ اَمَرَ بِالْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا بَنِى النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِيْ حَائِطَكُمْ هٰذَا قَالُوْا لاَ وَاللّٰهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ اِلاَّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

২৫৮৫ ইসহাক (র)........ আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মদীনায় এলেন তখন মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন এবং তিনি বললেন, 'হে বানূ নাজ্জার! মূল্য নির্ধারিত করে তোমাদের এ বাগানটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও।' তারা বলল, 'এরূপ নয়, আল্লাহ্র কসম! একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই আমরা এর মূল্যের আশা রাখি।'

١٧٣٦. بَابُ وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالْكُرَاعِ وَالْعُرُوْضِ وَالصَّامِتِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ فِيْمَنْ جَعَلَ اَلْفَ دِيْنَارٍ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَدَفَعَهَا اِلٰى غُلاَمٍ لَهُ تَاجِرٍ يَتْجُرُبِهَا ، وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ هَلْ لِلرَّجُلِ اَنْ يَأْكُلَ مِنْ رِبْحِ تِلْكَ الْاَلْفِ شَيْئًا وَاِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً لِلْمَسَاكِيْنِ ، قَالَ لَيْسَ لَهُ اَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا

১৭৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ জন্তু জানোয়ার, ঘোড়া, আসবাবপত্র ও সোনারূপা ওয়াক্ফ করা। যুহরী (র) এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, যে আল্লাহ্র পথে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করল এবং তার এক ব্যবসায়ী গোলামকে তা দিল, সে যেন তা দিয়ে ব্যবসা করে আর লভ্যাংশটি মিসকীন ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সাদ্কা করে দিল। লোকটি সেই এক হাজার মুদ্রার লভ্যাংশ থেকে খেতে পারবে কি? যদিও সে এর লভ্যাংশ মিসকীনদের জন্য সাদ্কা করেনি। যুহরী (র) বলেন, তা থেকে সে নিজে খেতে পারবে না

banglainternet.com

٢٥٨٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ

عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلٰى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ اَعْطَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا فَحَمَلَ عَلَيْهَا رَجُلاً، فَأُخْبِرَ عُمَرُ اَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيْعُهَا، فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَبْتَاعَهَا، فَقَالَ لاَ تَبْتَعْهَا وَلاَ تَرْجِعَنَّ فِيْ صَدَقَتِكَ

২৫৮৬ মুসাদ্দাদ (র)........ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, উমর (রা) এক ব্যক্তিকে তার একটি ঘোড়া আল্লাহ্‌র রাস্তায় দিয়ে দেন, যেটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে আরোহণ করার জন্য দিয়েছিলেন, তিনি এক ব্যক্তিকে তা আরোহণ করার জন্য দিলেন। উমর (রা)-কে জানান হলো যে, ঘোড়াটি সে ব্যক্তি বিক্রির জন্য রেখে দিয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তা ক্রয় করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, 'তুমি তা ক্রয় করবে না এবং যা সাদ্‌কা করে দিয়েছ তা আর ফিরিয়ে নিবে না।'

١٧٣٧. بَابُ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ

১৭৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ ওয়াক্‌ফের তত্ত্বাবধায়কের খরচ

٢٥٨٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِيْ دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِيْ وَمَؤُنَةِ عَامِلِيْ فَهُوَ صَدَقَةٌ

২৫৮৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, 'আমার উত্তরাধিকারীরা কোন স্বর্ণ মুদ্রা এবং রৌপ্য মুদ্রা ভাগাভাগি করবে না, বরং আমি যা কিছু রেখে গেলাম তা থেকে আমার সহধর্মীনীদের খরচ এবং কর্মচারীদের পারিশ্রমিক দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা সাদ্‌কা।'

٢٥٨٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِيْ وَقْفِهِ اَنْ يَأْكُلَ مَنْ وَلِيَهُ وَيُؤْكِلَ صَدِيْقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً

২৫৮৮ কুতাইবা ইব্ন সাঈদ (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) তাঁর ওয়াক্‌ফে এই শর্তারোপ করেন যে, মুতাওয়াল্লী তা থেকে নিজে খেতে পারবে এবং বন্ধু-বান্ধবকেও খাওয়াতে পারবে, তবে সম্পদ সঞ্চয় করতে পারবে না।

banglainternet.com

١٧٣٨. بَابٌ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بِئْرًا ، وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ ،
وَأَوْقَفَ أَنَسٌ دَارًا ، فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا نَزَلَهَا وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدُوْرِهِ وَقَالَ لِلْمَرْدُوْدَةِ مِنْ
بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَرٍّ بِهَا ، فَإِنِ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ ،
وَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ نَصِيْبَهُ مِنْ دَارِ عُمَرَ سُكْنَى لِذَوِي الْحَاجَةِ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ ، وَقَالَ
عَبْدَانُ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ
اللهُ عَنْهُ حَيْثُ حُوْصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ أَنْشُدُكُمُ اللهَ ، وَلَا أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ
النَّبِيِّ ﷺ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَفَرَ بِئْرَ رُوْمَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ
فَحَفَرْتُهَا ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَجَهَّزْتُهُمْ ، قَالَ
فَصَدَّقُوْهُ بِمَا قَالَ ، وَقَالَ عُمَرُ فِيْ وَقْفِهِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ ، وَقَدْ يَلِيْهِ
الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ فَهُوَ وَاسِعٌ لِكُلٍّ

১৭৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ যখন কেউ জমি বা কূপ ওয়াক্ফ করে এবং অন্যান্য মুসলিমের মত সে নিজেও পানি নেওয়ার শর্ত আরোপ করে। আনাস (রা) একটি ঘর ওয়াক্ফ করেন। যখন তিনি সেখানে আসতেন, তখন তাতে অবস্থান করতেন। যুবায়র (রা) তার ঘর সাদ্কা করে তার কন্যাদের মধ্যে যারা তালাক প্রাপ্তা তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন যে, কোন প্রকার ক্ষতিসাধন না করে তারা এখানে বসবাস করতে পারবে; এবং তাদেরও যেন কোন কষ্ট দেওয়া না হয়। তবে তারা যদি স্বামী গ্রহণ করে অভাবমুক্ত হয়ে যায় তাহলে সেখানে তাদের হক থাকবে না । ইব্ন উমর (রা) তার পিতা উমর (রা)-এর ওয়ারিস হিসাবে যে ঘরটি পেয়েছিলেন সেটি তার অভাবগ্রস্ত বংশধরদের বসবাসের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। আবদান (র) ...... আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, উসমান (রা) অবরুদ্ধ হলে তিনি উপর থেকে সাহাবীদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বললেন, আমি আপনাদের আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, আর আমি নবী ﷺ-এর সাহাবীদেরকেই আল্লাহ্র কসম দিয়ে বলছি, আপনারা কি জানেন না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, যে ব্যক্তি রূমার কূপটি খনন করে দিবে সে জান্নাতী এবং আমি তা খনন করে দিয়েছি। আপনারা কি জানেন না যে, তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি তাবূকের যুদ্ধে সেনাদের সামগ্রী ব্যবস্থা করে দেবে, সে জান্নাতী এবং আমি তা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবীগণ তাঁর কথা সত্য বলে স্বীকার করলেন। উমর(রা) তারওয়াকফসম্পর্কে বলেছিলেন, মুতাওয়াল্লীর জন্য তা থেকে আহার করতে কোন দোষ নেই। ওয়াক্ফকারী কখনো নিজে মুতাওয়াল্লী হয় আবার কখনো অপর ব্যক্তি হয়। এ ব্যাপারে সকলের জন্য অবকাশ রয়েছে

banglainternet.com

١٧٣٩. بَابٌ اِذَا قَالَ الْوَاقِفُ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ اِلاَّ اِلَى اللّٰهِ فَهُوَ جَائِزٌ

১৭৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ ওয়াক্‌ফকারী যদি বলে, আমি একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে এর মূল্যের আশা করি, তবে তা জায়িয

২৫৮৯ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا بَنِى النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِىْ بِحَائِطِكُمْ ، قَالُوْا لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ اِلاَّ اِلَى اللّٰهِ

২৫৮৯ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ বললেন, হে বানূ নাজ্জার! তোমাদের বাগানটি মূল্য নির্ধারণ করে আমার কাছে বিক্রি করে দাও। তারা বলল, আমরা এর মূল্য একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে আশা রাখি।

١٧٤٠. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِلَى وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ

، وَقَالَ لِىْ عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِى الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ سَهْمٍ مَعَ تَمِيْمِ الدَّارِىِّ وَعَدِىِّ بْنِ بَدَّاءٍ فَمَاتَ السَّهْمِىُّ بِاَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ ، فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوْا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِنْ ذَهَبٍ فَاَحْلَفَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ وَجَدُوا الْجَامَ بِمَكَّةَ فَقَالُوْا ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيْمٍ وَعَدِىٍّ فَقَامَ رَجُلاَنِ مِنْ اَوْلِيَائِهِ فَحَلَفَا لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَاِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ قَالَ وَفِيْهِمْ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

banglainternet.com

১৭৪০. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌ তাআলার বাণীঃ হে মুমিনগণ! তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন অসীয়াত করার সময় তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে অথবা অন্যদের মধ্য থেকে দু'জনকে

সাক্ষী নিযুক্ত করবে। আল্লাহ্ তাআলা ফাসিকদের হিদায়াত করেন না। (৫ ঃ ১০৬-১০৮) আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহ্‌ম গোত্রের এক ব্যক্তি তামীম দারী ও আদী ইব্‌ন বাদ্দা (র) -এর সঙ্গে সফরে বের হন এবং সাহ্‌ম গোত্রের লোকটি এমন এক জায়গায় মারা যান, যেখানে কোন মুসলিম ছিল না। তারা দু'জন তার পরিত্যক্ত জিনিষ পত্র নিয়ে ফিরে আসলে মৃতের আত্মীয়-স্বজন তার মধ্যে স্বর্ণখচিত একটি রূপার পেয়ালা পেলেন না। এ সম্পর্কে তাদের দু'জনকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কসম করালেন। তারপর তারা পেয়ালাটি মক্কায় পেল। (যাদের কাছে পাওয়া গেল) তারা বলল, আমরা এটি তামীম ও আদী (র)-এর নিকট থেকে ক্রয় করেছি। এরপর মৃতের আত্মীয়দের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কসম করে বলে, এ দু'জনের সাক্ষ্য থেকে আমাদের সাক্ষ্য অধিক গ্রহণীয়। নিশ্চয়ই এ পেয়ালাটি তাদের আত্মীয়ের। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের সম্বন্ধে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

١٧٤١. بَابُ قَضَاءِ الْوَصِيِّ دُيُوْنَ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الْوَرَثَةِ

১৭৪১. পরিচ্ছেদ ঃ অসীয়াতকারী কর্তৃক মৃতের ওয়ারিসদের অনুপস্থিতিতে মৃতের ঋণ পরিশোধ করা

٢٥٩٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ اَوِ الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ عَنْهُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ فِرَاسٍ قَالَ قَالَ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ اَبَاهُ اُسْتُشْهِدَ يَوْمَ اُحُدٍ وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا ، فَلَمَّا حَضَرَ جِدَادُ النَّخْلِ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْتَ اَنَّ وَالِدِيْ اُسْتُشْهِدَ يَوْمَ اُحُدٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا كَثِيْرًا وَاِنِّيْ اُحِبُّ اَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ ، قَالَ اِذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ عَلٰى نَاحِيَتِهِ فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ فَلَمَّا نَظَرُوْا اِلَيْهِ اُغْرُوْا بِيْ تِلْكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا رَأٰى مَا يَصْنَعُوْنَ طَافَ حَوْلَ اَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اُدْعُ اَصْحَابَكَ فَمَا زَالَ يَكِيْلُ لَهُمْ حَتّٰى اَدَّى اللّٰهُ اَمَانَةَ وَالِدِيْ وَاَنَا وَاللّٰهِ رَاضٍ اَنْ يُؤَدِّيَ اللّٰهُ اَمَانَةَ وَالِدِيْ ، وَلَا اَرْجِعَ اِلٰى اَخَوَاتِيْ بِتَمْرَةٍ ، فَسَلِمَ وَاللّٰهِ الْبَيَادِرُ كُلُّهَا ، حَتّٰى اَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِيْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ

banglainternet.com

اللهِ ﷺ كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً ، قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ أُغْرُوْا بِيْ
هَيِّجُوْا بِيْ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

২৫৯০ মুহাম্মদ ইব্ন সাবিক (র) কিংবা ফযল ইব্ন ইয়াকূব (র)..... মুহাম্মদ ইব্ন সাবিক (র)-এর মাধ্যমে...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার পিতাকে উহুদের যুদ্ধে শহীদ করা হয়। তিনি ছ'টি কন্যা সন্তান রেখে যান আর তাঁর উপর ঋণও রেখে যান। খেজুর কাটার সময় হলে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি জানেন যে, আমার পিতাকে উহুদের যুদ্ধে শহীদ করা হয়েছে আর তিনি অনেক ঋণ রেখে গেছেন। আমার মনে চায় যে, পাওনাদাররা আপনাকে দেখে নিক। (হয়ত এতে তারা কিছু ঋণ ছেড়ে দিতে পারে।) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি যাও। (খেজুর কেটে) এক এক রকম খেজুর এক এক স্থানে জমা কর। আমি তা-ই করলাম। এরপর তাঁকে অনুরোধ করে নিয়ে এলাম। লোকেরা (পাওনাদাররা) যখন তাঁকে দেখল, তখন তারা আমার কাছে জোর তাগাদা করতে লাগল। তিনি তাদের এরূপ করতে দেখে খেজুরের বড় স্তূপটির চারদিকে তিনবার ঘুরলেন, এরপর তার উপর বসে পড়লেন। তারপর বললেন, তোমার পাওনাদারদের ডাক। তিনি মেপে মেপে তাদের পাওনা আদায় করতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ আমার পিতার সমস্ত ঋণ আদায় করে দিলেন। আর আল্লাহ্র কসম,আমি এতেই সন্তুষ্ট যে, আমার পিতার ঋণ আল্লাহ্ পরিশোধ করে দেন, এবং আমি আমার বোনদের কাছে একটি খেজুরও নিয়ে না ফিরি। কিন্তু আল্লাহ্র কসম! সমস্ত স্তূপই যেমন ছিল তেমন রয়ে গেল। আমি সেই স্তূপটির দিকে বিশেষভাবে তাকিয়ে ছিলাম, যার উপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বসে ছিলেন। মনে হলো যে, তা থেকে একটি খেজুরও কমেনি। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন أُغْرُوْا بِيْ এর অর্থ হলো هَيِّجُوْا بِيْ অর্থাৎ আমার কাছে জোর তাগাদা করতে লাগল। মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ "আমি তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরূক রেখেছি।" (৫ ঃ ১৪)

banglainternet.com

for more ebook click @ banglainternet.com